বিষয়- শিক্ষা বিজ্ঞান

অধ্যায়- শিখন

নির্বাচিত প্রশ্নগুলি উত্তর সহ দেওয়া হল।

১. শিখনকে কেন আচরন পরিবর্তনের প্রক্রিয়া বলে?

উ:—শিখনের ফলে ব্যক্তির আচরনের কিছু না কিছু পরিবর্তন ঘটে।যেমন গরম চায়ের কাপে হাত দিলে শিশুর হাত পুড়ে যায়। ফলে সেই শিশু গরম কাপ দেখলে এড়িয়ে চলে।ফলে শিশুর ভয় থেকে আচরনের পরিবর্তন হয়।এর মাধ্যমে শিশুর শিখন ঘটে।

২. শিখন ও বুদ্ধির মধ্যে সম্পর্ক কি?

উ:—শিখন জীব মাত্রেরই ধর্ম।যার মধ্যে জীবনশক্তি আছে তারই শিখন হয়। শিখনের অনেকগুলি উপাদানের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল মানসিক ক্ষমতা। আর মানুষের মানসিক সক্ষমতার শক্তি হল বুদ্ধি। প্লেটো বলেছেন , বুদ্ধি হল " শেখার ক্ষমতা"। বলা যায়, বুদ্ধি হল ব্যক্তির সামগ্রিক সামর্থ যার সাহায্যে সে উদ্দেশ্যমূলক কাজ করতে পারে, যুক্তিনির্ভরভাবে চিন্তা করতে পারে এবং পরিবেশের সঙ্গে কার্যকরীভাবে আদানপ্রদান করতে পারে অর্থাৎ উন্নত শিখন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারে।।

৩.আগ্রহের বৈশিষ্ট্যগুলি লেখ।

উঃ-আগ্রহের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য গুলি হল –

১. বিকাশ ধর্মী: শিশুর আগ্রহ বিকাশধর্মী। শিশুর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আগ্রহের বিকাশ ঘটতে থাকে।বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে নতুন নতুন বিষয়ের প্রতি আগ্রহ বাড়তে থাকে।

২. সমাজ পরিবেশ নির্ভর: শিশুর আগ্রহ তার সমাজ পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল। শিশু যে সমাজ পরিবেশে বসবাস করে সেই সমাজ পরিবেশ তার আচার আচরণকে প্রভাবিত করে।

৩. চাহিদা নির্ভর: শিশুর আগ্রহ তার চাহিদা নির্ভর হয়ে থাকে।যে সমস্ত বস্তু বা ঘটনা শিশুর চাহিদা পূরণ করে সেইগুলিকে কেন্দ্র করেই তার আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

৪. পরিমাপযোগ্য: পরিমাপযোগ্যতা আগ্রহের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

৪. শিখন ও পরিনমনের মধ্যে সম্পর্ক নির্নয় কর?

উ:— আমরা জানি শিখন ও পরিনমন —এই দুটি প্রক্রিয়া পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। পরিনমনের ফলে ব্যক্তি জীবনে দুই ধরনের বিকাশ হয়। একটি হল দৈহিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকাশ এবং অপরটি হল তাদের ক্রিয়ার বিকাশ। এই দুই বিকাশ ব্যক্তির আচরনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। পরিনমন ব্যক্তির মানসিক ও সামাজিক ও অন্যান্য দিকের বিকাশের সহয়তা করে। বিশেষ করে ব্যক্তিগত বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে পরিনমনকে বিবেচনা করা হয়।তাইআমরা বলতেপারি পরিনমনের মাত্রার উপর শিখন নির্ভরশীল। অর্থাৎ শিখন পরিনমনের উপর নির্ভরশীল।।

৫) সাধারন মানসিক ক্ষমতা ও বিশেষ মানসিক ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য লেখ?

উ:— ১)সাধারন মানসিক ক্ষমতা সাধারনধর্মী।

বিশেষ মানসিক ক্ষমতা বিশেষধর্মী।

২)সাধারন মানসিক ক্ষমতা বিকাশশীল।

বিশেষ মানসিক ক্ষমতা প্রশিক্ষণযোগ্য।

৩)সাধারন মানসিক ক্ষমতা একটি একক ক্ষমতা।

বিশেষ মানসিক ক্ষমতার সংখ্যা বহু।

৬. স্পিয়ারম্যানের দ্বি উপাদান তত্ত্ব ও থার্স্টোনের দলগত উপাদান তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য কি?

উঃ:-

স্পিয়ারম্যানের দ্বি উপাদান তত্ত্ব	থার্স্টোনের দলগত উপাদান তত্ত্ব
১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে চার্লস স্পিয়ারম্যান তার দ্বি-উপাদান তত্ত্ব টি প্রকাশ করেন।	১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকান মনোবিদ থার্স্টোন তার প্রাথমিক উপাদান তত্ত্বটি প্রকাশ করেন।
এই তত্ত্বে দুটি মানসিক উপাদানের কথা বলা হয়েছে। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে দলগত উপাদান নামে আরও একটি উপাদানের কথা বলা হয়েছে।	এই তত্ত্বে কোন একটি সর্বজনীন প্রাথমিক উপাদান নেই সাতটি উপাদান বিভিন্ন সমবায়ে কর্মসম্পাদন করে।
এই তত্ত্বে জন্মগত ও অর্জিত উভয় মানসিক উপাদান রয়েছে।	এই তত্ত্বে সাতটি মৌলিক উপাদান হলো জন্মগত।
স্পিয়ারম্যানের দ্বি উপাদান তত্ত্বটি electric theory নামে পরিচিত।	থার্স্টোনের বহু উপাদান তত্ত্বটি দলগত প্রাথমিক উপাদান নামে পরিচিত।

৭. শিখন কে কেন সক্রিয় প্রক্রিয়া বলা হয়?

উঃ:-শিখন হল একটি আত্ম সক্রিয় মূলক প্রক্রিয়া ।শিশুর জন্মের পর থেকে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়, চলে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত। শিশু নিজে সক্রিয় না হলে শিখন কখনোই সম্ভব নয় তাই শিখন কে সক্রিয় প্রক্রিয়া বলা হয়।

৮. স্পিয়ারম্যানের G -এর সঙ্গে তুলনীয় ক্যাটেলের কোন ধরনের বুদ্ধি?

উঃ:-স্পিয়ারম্যান G উপাদান বলতে সাধারণ মানসিক ক্ষমতা কে বুঝিয়েছেন জন্মগত মানসিক ক্ষমতা অপরদিকে ক্যাটেলের তরল বুদ্ধি হলো জন্মগত মানসিক রূপের ক্ষমতা তাই আমরা বলতে পারি স্পিয়ারম্যানের

G এর সঙ্গে তুলনীয় বুদ্ধি হল ক্যাটেলের তরল বুদ্ধি।

৯. দ্বি উপাদান তত্ত্বের শিক্ষাগত তাৎপর্য লেখ?

উঃ-ক) এই তত্ত্বের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তি বৈষম্যমূলক আচরণের ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

খ) স্পিয়ারম্যানের এই তত্ত্ব কে বুদ্ধির সমস্ত ধারণার একটি ভিত্তি বলা যায়।

গ) এই তত্তও বুদ্ধি সংক্রান্ত বিভিন্ন আলোচনা কে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে।

ঘ) এই তথ্য শিক্ষার্থীদের বুদ্ধি সংক্রান্ত প্রাথমিক ধারণা দিতে সক্ষম হয়েছে।

১০. স্মৃতি ও বিস্মৃতি কি?

উঃ-স্মৃতি:-অতীত অভিজ্ঞতার যথাসম্ভব অবিকল পুনরুদ্রেক করার ক্ষমতা কে স্মৃতি বলে।

বিস্মৃতি:-বিষয়বস্তুকে যদি মনের মধ্যে ধরে রাখতে পারি তাহলে তা স্মরণে আসে আর যদি তাকে ধরে রাখতে না পারি তাহলে তা ভুলে যাই। আমাদের স্মৃতি কোনো কারণে যদি সাময়িক বা চিরস্থায়ী ভাবের লোপ পায় তখন তাকে বিস্মৃতি বলে।

১১.আগ্রহের বৈশিষ্ট্যগুলি লেখ।

উঃ-আগ্রহের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য গুলি হল –

১. বিকাশ ধর্মী: শিশুর আগ্রহ বিকাশধর্মী। শিশুর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আগ্রহের বিকাশ ঘটতে থাকে।বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে নতুন নতুন বিষয়ের প্রতি আগ্রহ বাড়তে থাকে।

২. সমাজ পরিবেশ নির্ভর: শিশুর আগ্রহ তার সমাজ পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল। শিশু যে সমাজ পরিবেশে বসবাস করে সেই সমাজ পরিবেশ তার আচার আচরণকে প্রভাবিত করে।

৩. চাহিদা নির্ভর: শিশুর আগ্রহ তার চাহিদা নির্ভর হয়ে থাকে।যে সমস্ত বস্তু বা ঘটনা শিশুর চাহিদা পূরণ করে সেইগুলিকে কেন্দ্র করেই তার আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

৪. পরিমাপযোগ্য: পরিমাপযোগ্যতা আগ্রহের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

১২. মনোযোগের বৈশিষ্ট্য লেখ।

উত্তর: মনোযোগ হল একটি কেন্দ্রানুগ প্রক্রিয়া। যে বিষয়টি চেতনার কেন্দ্রস্থলে থাকে, তার প্রতি আমরা মনোযোগি হই।

মনোযোগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল উদ্দীপক নির্ভর। মনোযোগ আকর্ষণের জন্য নূন্যতম উদ্দীপক প্রয়োজন।

ব্যক্তির মনোযোগ এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে প্রতিনিয়ত স্থানান্তরিত হয়। মনোযোগ পরিবর্তনশীল।

মনোযোগ ক্ষণস্থায়ী প্রকৃতির। আমরা কোন বিষয় বা বস্তুর প্রতি বেশিক্ষণ মনোযোগ দিতে পারি না।

১৩. শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রেষণা সৃষ্টিতে শিক্ষকের ভূমিকা লেখ।

উত্তর: শিক্ষার্থীদের প্রেষণা সৃষ্টিতে শিক্ষকদের যথেষ্ট ভুমিকা থাকে। প্রেরণা তৈরি করার জন্য শিক্ষক পুরস্কারের ব্যবস্থা করেন। পুরষ্কার আত্মপ্রত্যয় এনে দেয়। মূল্যবোধের জাগরণ ঘটায়। শিক্ষার্থীদের তৃপ্ত করে।

শিখনে যথাযথ মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রেষণার সঞ্চার করে। শিক্ষকের যথাযথ মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর মধ্যে আত্মসংশোধনের পথ হয়ে দাঁড়ায়। প্রশংসা শিক্ষার্থীদের উজ্জীবিত করে।

১৪) শিখনের উপাদানগুলি কিকি?

অউ:— শিখনের উপাদান গুলি হল—

ক)পরিনমন

খ)আগ্রহ বা অনুরাগ

গ) মনোযোগ

ঘ)প্রেষণা

ঙ)ক্ষমতা বা সামর্থ ।।